দর্শনায় ৬৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বৃদ্ধা আটক

দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৬৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় দর্শনা পৌরসভার রেলকলোনী (মোবারকপাড়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মাদক কারবারি হলেন- দর্শনা পৌরসভার মোবারকপাড়া মৃত মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে নুরু হোসেন (৬২)।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মেহেদী হাসানের তত্ত্বাবধানে থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেলকলোনী মোবারক পাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় নুরু হোসেন বাসায় অভিযান চালিয়ে বাসা তল্লাশি করে ৬৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে উপস্থিত জনসাধারণ ও সাক্ষীদের সামনে বিধি মোতাবেক জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে আলামত জব্দ করা হয়। পুলিশ আরও জানায়, এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশের এই সফল অভিযানে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় আটক ২১ জামায়াত কর্মী-সমর্থককে আদালতে প্রেরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আটক জামায়াতে ইসলামীর ২১ জন কর্মী-সমর্থককে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর থানা হাজত থেকে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, আটক ২১ জনকে শনিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মিরপুর উপজেলার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মামলা হলে ২১ জনকে আটক করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ

নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় ১০টি স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দর থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের ১০টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি। উদ্ধার করা স্বর্ণের বারের মোট ওজন ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকালে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণের বারগুলো আটক ব্যক্তির কোমর থেকে উদ্ধার করা হয়।

আটক ব্যক্তি আলমগীর খান (৫৫) দীর্ঘদিন ধরে স্বর্ণ-রূপা

চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। তিনি দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা মোবারকপাড়ার মৃত বাদল খানের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, অবৈধভাবে ভারতে স্বর্ণ পাচারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি দল দর্শনা রেলস্টেশনে অবস্থান নেয়। এ সময় এক ব্যক্তি ভারতের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে কোমরে খাকি স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় দুটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। ওই পোটলা থেকে ১০টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হবে এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা রাখা হবে।

দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার ৪ টি স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার বাড়াদি থেকে ৪ টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি। অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের বারগুলো নেওয়া হচ্ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়।

উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলোর ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম। আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা

শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দর্শনার বারাদি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি স্বর্ণের বারসহ শ্রী সমর হালদার (২৭) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ (বিজিবি)। সীমান্তের পাঁচ কবর এলাকা থেকে এসব স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।

আটককৃত পাচারকারী সমর হালদার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের গোপাল হালদারের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে দর্শনা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে স্বর্ণ পাচার হবে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন বারাদি বিওপির একটি টহল দল পাঁচ কবর এলাকায় অবস্থান নেয়।

সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল যোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে তাকে টহল দল থামার জন্য সিগন্যাল দেয়। কিন্তু তিনি সিগন্যাল অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে সবুজ টেপে মোড়ানো একটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। পোটলাটি খুলে চারটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। বিজিবি আরো জানায়, উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা। এছাড়া আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, জব্দকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামাল যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে গৃহবধূর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে মারা গেলেন শিরিনা খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধূ। আজ সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বনবিভাগ পাড়ায়। সে ওই এলাকার রমজান আলীর স্ত্রী।

হাসানের পিতা মনির হোসেন জানান,কোটচাঁদপুর বন বিভাগ পাড়ার বাসিন্দা আমরা। শিরিনা খাতুন রমজান আলী স্ত্রী। সে আমার ছেলে হাসান, কেক ফ্যাক্টরির মালিক আব্দুস সালামের মেয়ে মিম ও তাঁর ছেলে হাবিবুর রহমানের জন্য প্রতিদিন টিফিন নিয়ে যেতেন বিদ্যালয়ে। সোমবার দুপুরে আমার ও তাঁর ছেলের জন্য টিফিন নিয়ে মিমের টিফিন নিতে তাদের বাড়িতে গিয়েছেলেন। এ সময় ওই বাড়িতে থাকা কেক ফ্যাক্টরির ফিতায় আটকে যায় তাঁর কাপড়। এতে করে সে গুরুতর আহত হন। এ সময় ফ্যাক্টরির মালিক সহ স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুর রহিম মরা দেহের সুরতহাল রিপোর্ট করেছেন। এরপর মরা দেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে অস্ত্র ও মাদকসহ আটক-২, পলাতক-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, ইয়াবা, গাঁজা ও বিদেশি মদসহ দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় আরও একজনকে পলাতক আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার ফুলবাগান পাড়ায় পলাতক আসামি শুভর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেনঃ পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকার মাহাবুল ইসলামের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৩) এবং ফুলবাগান পাড়ার মৃত বিপুল হোসেনের ছেলে সৈকত আলী (২৩)। এ ঘটনায় একই এলাকার শুভ (২৮) পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় একটি সেমি-পাকা টিনশেড বাড়িতে থেকে ৩৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪০ গ্রাম

গাঁজা, একটি বিদেশি মদের বোতল এবং তিনটি কুড়াল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী। এ সময় তার সঙ্গে এসআই সঞ্জয় মন্ডল, এসআই কাজল রঞ্জন ঘোষ, এসআই আবু বক্কর সিদ্দিকসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, আটক সাব্বির হোসেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পূর্বের একটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। একই মামলায় পলাতক আসামি শুভও অভিযুক্ত।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “এ ঘটনায় আটক ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই আসামিকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

গাংনীতে হাতবোমা, ভারতীয় মদ ও ট্যাবলেটসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় পৃথক অভিযানে দুটি হাতবোমা, ভারতীয় মদ ও বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ ঘটনায় মনতাজ আলী (৬০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে।

আটক মনতাজ আলী গাংনী উপজেলার কালিয়ানী ভিটাপাড়া গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে।

বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক অভিযান চালানো হয়। গাংনীর ধলা গ্রামের মাঠে বিশেষ অভিযানে মনতাজ

আলীকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে দুটি হাতবোমা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তবে তার এক সহযোগী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

আটক ব্যক্তি ও উদ্ধারকৃত বোমা গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে চিলমারী বিওপির শান্তিপাড়া এলাকায় আরেকটি অভিযানে ৯ বোতল ভারতীয় মদ, ১,১৬০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ৮৪০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট এবং ৫৫ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে তাদের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রয়েছে। যুবসমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

গাংনীতে অবৈধ ভাবে ডিজেল মজুদের চেষ্টার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে লরি থেকে তেল নামানোর ঘটনায় গাড়ির চালক ও তেল ক্রেতার নামে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতের মাধমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলেন, একই উপজেলার ছাতীয়ান গ্রামে উজ্জ্বল হোসেন ও সাহেব নগর গ্রামের রিপন হোসেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন জানিয়েছেন, রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারে একটি সার ও কীটনাশকের দোকানে অবৈধ ভাবে অধিক মুলে বিকির উদ্দেশে লরি থেকে তেল নামানোর খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছে থাকা সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল তেল বোঝায় লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া

হয়।

অবৈধভাবে তেল বেচাকেনার দায়ে লরি চালক উজ্জল হোসেন ও তেল কেনায় জড়িত রিপন আলীর বিরুদ্ধে মামলা শেষে আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সীমান্ত এলাকা থেকে ৬ হাজার ১৭৫ লিটার অবৈধ ডিজেল জব্দ, আটক ২

মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৫ হাজার ৩৭৫ লিটার এবং ফতেপুর গ্রাম থেকে আরও ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত প্রায় ১২টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমানের নেতৃত্বে সদর থানা ও ডিবি পুলিশের একটি যৌথ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানটি চালানো হয় গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত ‘ফারাবী ট্রেডার্স’-এর গোডাউনে ও ফতেপুরে পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় ফারাবি ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী আবু সুফিয়ান ও ফতেপুরের মোয়াজ্জেম হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি গোডাউনে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত করে রাখা হয়েছে।

পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে ড্রাম ভর্তি ২৬টি ব্যারেল থেকে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। ফতেপুরে কয়েকটি ব্যারেল হতে ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।

তিনি আরও জানান, জব্দকৃত তেলের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে

পারেননি । এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ওসি জানান, সীমান্তবর্তী এলাকায় জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত ও পাচার রোধে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।